– নিশ্চয়ই বলেছে, আচ্ছা মাল জুটিয়েছিস, দেখিস ছুটে যায় না যেন।

ঋভু নীরব থাকে। ভাই-বোনের এই রকম মধুর সম্পর্কের মধ্যে সত্য বলাও কঠিন।

– বলবি, কবে এই শব্দটা তোরা আর বলবিনে।

– কী মুশকিল, আমি কি কখনও এসব ব্যবহার করি নাকি। ঋভু আরও বললো–পরিচয় জেনে ওরাই অনেক লজ্জা পেয়েছে দিদিভাই। আমিতো ওদের সঙ্গই ছেড়ে দিচ্ছিলাম প্রায়।

কতগুলো বাজে জিনিস সমাজ থেকে কেনো জানি দূর হয় না–যা কিনা ঝাঁটা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কারওর আপত্তি নেই। দু'-তিন বছর পর ঋতি ঢাকায়ও শুনেছে একই শব্দ। ঋভু আর ঋতি সেদিন টিএসসির সামনে বসে ছিলো, বাদাম খাচ্ছিলো। অদূরেই একটি ছেলে পাশের আরেকজনকে বলছিলো– দেখছিস,.....টা কী অসাধারণ। কথাটা কানে আসতেই ঋভু তেড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হয়েছিলো কী বললি রে। ঋতি ভাইকে তা করতে দেয়নি–ঋভু রাজধানীতে নতুন এলেও ঋতির আরও বেশি সময় কেটেছে ঢাকায়; এই জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল তার ভালোই জানা আছে। এছাড়া এই জায়গাটা ওদের কারোওরই নিজের জায়গা নয়। ঋতি বরং একদলা থু-থু ছিটিয়ে ওই ....টার জবাব দেয়। অথচ ওই ছেলেটার কিংবা সঙ্গের ছেলেটিও মায়ের পেট থেকে এসেছে, হয়তো বাড়িতে বোনও থেকে থাকবে ওদের, দেখে মনে হয় দু'জনই এখনও ছাত্র–ঋতি মনে মনে ভাবে। এভাবেই ঋতির মতো আরও অনেকে প্রতিদিন এসবের প্রতিবাদ করে আসছে–খুবই দুর্বল এ-প্রতিবাদের ভাষা। এখনও কিন্তু কিছু-কিছু খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে জোরালো কথা বলা আসলেই মুশকিল–ঋতি-ঋভুরা জানে না কতদিন এই দুর্বল ভাষায় কিংবা নীরবেই এসবের প্রতিবাদ হবে। ওদেরই-বা এমন কী দোষ দেয়া যায়! ওরাতো সময়েরই সন্তান। আর ঋতি কিংবা ঋভু দেখতেও অসাধারণ–দু'জনই মায়ের রঙ পেয়েছে। ঋভুর আবার বাড়তি শরীর–দেখে মনে হতে পারে ঋভুই বড়। যে-বয়সে এদের প্রেম-ভালোবাসার পেছনে সময় দেয়ার কথা, সে-বয়সে দিদি আর ভাই গোটা রাজধানী ঘুরে বেড়াচ্ছে রিকশায় করে। হাঁটু গেড়ে বাদাম খাচ্ছে বুয়েট-ঢাবি কিংবা মেডিকেলে ক্যাম্পাসের কোন গাছের নিচে। প্রেমিক-প্রেমিকা ভেবে কেউ কিছু বললে দোষ দেয়া চলে না; সবাই কি করে জানবে এরা ভাই-বোন–কেবল আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ না করলেই হলো।

ঋভু বরাবরই অংক আর পদার্থে ভালো। ঋতি সাহিত্য আর জীববিজ্ঞানে ভালো। কঠিন অংক হলেই–দিদি একটু দেখিয়ে দে-না। পরেরদিন দিদির পালা–ঋভু এই ইংরেজি শব্দটার মানে কি-যেন, কিংবা বইটা নিয়ে আয়তো ঋভু; দেখি রক্ত সঞ্চালনটা বুঝিস কিনা। হয়তো ঘণ্টা দু'য়েক বাদে ফিজিক্স বই নিয়ে হাজির ঋভু–দিদি এই অংকটা একদম মাথায় ঢুকছে না। ছোট কাকা-কাকি আর ওদের ছেলে-মেয়ে অতনু-সুতনুকে নিয়েও ভাই-বোনের বিভাজন আর রোটেশন যথারীতি। এ-সপ্তাহ ঋভুর সঙ্গে কাকার খুব ভাব-তো, পরের সপ্তাহে ঋতি সেটা দখলে নিয়ে নেয়। অতনু আজ ঋতির সঙ্গে ঘুমালোতো, সুতনু ঋভুর সঙ্গে। ভাই-বোনের এই দখলের মধ্যে বিধবা পিসির একমাত্র ছেলেও বাদ যায় না। ভাই-বোনের এমন প্রতিযোগিতায় পিসির ছেলেটার দেহ কাটা পড়ার উপক্রম।

এরিমধ্যে দিদির এইচএসসি রেজাল্টও সেই অসাধারণ হয়ে যায়–বাবা-মা দু'জনের ইচ্ছে ঋতি ডাক্তারি পড়বে। ঋভুর জন্য বুয়েট। কিন্তু গোলমেলে একটু আছে, খুবই সামান্য, আবার বড় করেও দেখা চলে।

– কোনো তুমি ডিএমসি ডিএমসি করছো?

– কী বলছো সুলেখা? ডিএমসিতে চান্স পেয়ে কেউ সিএমসিতে পড়ে নাকি। দেবেন মিত্রের মেয়ে ঢাকা মেডিকেলে পড়বে না, তো পড়বে কে!

– বুঝলাম, ক'দিন পরে-তো জামাই দেখতে হবে। তখনতো আর বাড়িতে ধরে রাখতে পারবো না। এতটা আগে-ভাগে মেয়েকে ঘরছাড়া করতে আমার মন সায় দেয় না বাপু। এখানে ঘরের ভাত খেয়েই ডাক্তার হতে পারতো।

– এতটা ভাবনার কিছু নেই। ওর পিসির বাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। আর মেডিকেলতো হাঁটা দূরত্ব। হোস্টেলেও সিট পেতে দেরি হবে না। ওদের কলেজের তিন-চারটে মেয়েও ডিএমসিতে পড়বে। ও কেনো সেকেন্ড-থার্ড অপশনে ভর্তি হবে?